ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৩

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-১

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

প্রথম খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৩

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-১

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

প্রথম খণ্ড

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

এম. এ. ইউসুফ আলী

মাহদি হাসান

সম্পাদনা-পরিষদ

সালমান মোহাম্মদ, ইলিয়াস মশহুদ

ফাহাদ আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ আরাফাত

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০২২
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫৫০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-8-1

Sultan Salahuddin Aiyubi
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথমেই মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি প্রকাশের তাওফিক দিয়েছেন।

বইটি প্রকাশের ঘোষণার পর থেকেই আগ্রহী পাঠক বইটি হাতে পেতে অস্থিরতা প্রকাশ করছিলেন। অনেক পাঠক ফোন করে, মোবাইল, মেইল ও ইনবক্সে বার্তা পাঠিয়ে; অনেকে ফেসবুকে পোস্ট করে কিংবা কমেন্টের মাধ্যমে তাদের প্রতীক্ষার কথা জানাচ্ছিলেন। কালান্তরের প্রতি পাঠকদের এই ভালোবাসা ও আস্থা আমাদের আনন্দিত করে; ভালো থেকে ভালোর সোপানে চলতে উৎসাহিত করে। আপনাদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় পাঠক, বইটির অনুবাদ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছিল; কিন্তু বইয়ের বিষয়বস্তুর কাঠিন্য, বিভিন্ন স্থান ও নামের শুদ্ধতা যাচাই, সেগুলোর প্রাচীন ও বর্তমান নামের উচ্চারণ বের করে সঠিক-বেঠিক নির্ণয়, আরবির সঙ্গে মিলিয়ে অনুবাদ নিরীক্ষণসহ আরও বিভিন্ন কারণে আপনাদের হাতে তুলে দিতে দেরি হচ্ছিল। অবশ্য বইটি হাতে নিলেই আপনারা আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ছাপ দেখতে পাবেন। তুর্কি, আরবি, ফরাসি আর ইংরেজি মূল উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নামগুলো ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন নাম বা জায়গার পরিচিতি টীকায় দেওয়া হয়েছে। আর সম্পাদনার সময় বইটির একাধিক সংস্করণ থেকেও সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। সাল্লাবি কর্তৃক সরবরাহকৃত সংস্করণকপির সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়োজনে নতুন কিছু অনুবাদ সংযোজন করতে হয়েছে, যা পাঠককে উপকৃত করবে ইনশাআল্লাহ।

কালান্তর থেকে প্রকাশিত *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে* ইমাম আবুল হাসান আশআরির জীবন ও কর্মের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। ইতিমধ্যে আপনাদের অনেকেই সেই বইটি সংগ্রহ করেছেন। 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ' সিরিজের বই হিসেবে অনেক পাঠক উভয় বই-ই (সালাহুদ্দিন ও সেলজুক) একসঙ্গে সংগ্রহ

করবেন, তাই এই বই থেকে সেই আলোচনাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে গ্রন্থের কলেবর কিছুটা কমানো যায়।

বইটি তিনজন অনুবাদক অনুবাদ করেছেন। ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায় অনুবাদ করেছেন বহুভাষী প্রতিভাধর আলিম এম. এ. ইউসুফ আলী, দ্বিতীয় অধ্যায় মাহদি হাসান এবং তৃতীয় অধ্যায় শাহেদ হাসান।

বইটির কাজের সঙ্গে কালান্তর পরিবারের অনেকেই জড়িত ছিলেন। বইয়ের বানান-সংশোধনের প্রাথমিক কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। এরপর বিভিন্ন নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ উপস্থাপন ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনের কাজ করেছেন ফাহাদ আবদুল্লাহ ও মুতিউল মুরসালিন। নুরুযযামান নাহিদ এবং আবদুর রশীদ তারাপাশীও কিছু কাজ করেছেন।

শাহেদ হাসান মাহদি হাসানের; আর মাহদি হাসান শাহেদ হাসানের অনুবাদ ক্রসচেক করেছেন। তারপর সালমান মোহাম্মদ পুরো বই আরবির সঙ্গে মিলিয়ে সম্পাদনা করেছেন; প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন, ভাষা ও বানান-সমন্বয় করেছেন, বিভিন্ন নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ যাচাই করেছেন, সংস্করণ-সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় অনুবাদ সংযোজন করেছেন। সালমান মোহাম্মদের কাজ শেষে আমি আবারও বইটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। অবশ্য শুরুতেই একবার আমি পড়েছি। আমার দেখা শেষ হলে আবদুল্লাহ আরাফাত পুরো বইটি আবারও দেখেছেন, প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছেন। তিনি বেশ কিছু উচ্চারণ যাচাই করে সঠিকটা তুলে এনেছেন এবং অনেক নামের সঙ্গে ইংরেজি যোগ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, এতজন মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আশা করছি বইটির কাজের মান আপনাদের আশানুরূপ হবে ইনশাআল্লাহ। তারপরও আমরা শতভাগ বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা দিতে পারি না। কারণ, মানবীয় দুর্বলতা অস্বীকারের সুযোগ নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি প্রকাশের তাওফিক দিয়েছেন। বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১৫ জুলাই ২০২১

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কলমের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠ নবির উম্মত বানিয়ে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই, পাপ ক্ষমার আবেদন করি। শয়তানের ধোঁকা ও নাফসের প্রবঞ্চনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। দুরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, হিদায়াতের তারকা সাহাবিগণের প্রতি।

রাসুল ﷺ-এর হিজরতের মধ্য দিয়ে আউস-খাজরাজ গোত্রের নুসরা (সামরিক সাহায্য) প্রদানের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। মদিনায় সূচিত এই ইসলামি রাষ্ট্র অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তিতে রূপান্তর হয়। এই ধারাবাহিকতায় খিলাফতে রাশিদা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসি খিলাফত ও উসমানি খিলাফতের শাসন পৃথিবীকে প্রতাপের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রায় সাড়ে ১৩শ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে ক্ষমতার নানান উত্থান-পতন হয়েছে।

হিজরি চতুর্থ শতকে আব্বাসিদের শাসনকালে খিলাফতের শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন ইসলামি ভূখণ্ডে ক্ষমতাকেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কেন্দ্রীয় খিলাফতের দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক শাসকগণ নিজেদের স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করতে থাকেন। সেলজুক সাম্রাজ্য, জিনকি সাম্রাজ্য, আইয়ুবি সাম্রাজ্য, মুরাবিত সাম্রাজ্য, মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য, মিসরের শিয়া ফাতিমি সাম্রাজ্য আব্বাসি খিলাফতকালেরই আঞ্চলিক সাম্রাজ্যশাসন; ফাতিমিরা ছাড়া সকলেই কেন্দ্রীয় খিলাফতকে স্বীকার করতেন; তবে খলিফার আনুগত্য ছিল নামমাত্র—খুতবায় ও মুদ্রায়। মুসলিমদের এই অনৈক্যের সুযোগে ইউরোপের খ্রিস্টানরা ধর্মযুদ্ধের নামে মুসলিমদের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালাতে থাকে। ইতিহাসে এই যুদ্ধই 'ক্রুসেড' নামে পরিচিত।

ক্রুসেডাররা নবি-রাসুলের পুণ্যভূমি জেরুসালেম দখল করে নেয়; নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। একের পর এক আক্রমণ করে মুসলিমদের শক্তি লন্ডভন্ড করে দেয়। অপরদিকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় জুলুম বিস্তারকারী ক্রুসেডারদের সাহায্যকারী শিয়া ফাতিমিদের শাসন; আর বিভিন্ন জায়গায় চলছিল আঞ্চলিক শাসকদের আধিপত্যের লড়াই; এ যেন বিভীষিকাময় এক কঠিন মুহূর্ত; পুরো পৃথিবী প্রতীক্ষায় ছিল একজন

ত্রাণকর্তার, যিনি মানবজাতিকে দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্ত করবেন। ক্রুসেডারদের দম্ভ চূর্ণ করবেন। শিয়াদের জুলুমের অবসান ঘটাবেন। মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই মহানায়কের স্থান দখল করেন ইতিহাসের মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল বায়তুল মাকদিস ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করা। তিনি এর জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বায়তুল মাকদিস বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এরই প্রেক্ষিতে শিয়াদের চলমান ২৮০ বছরের শক্তিশালী ফাতিমি শাসন বিলুপ্ত করেন, যা তখন মুসলিম উম্মাহর আকিদা-বিশ্বাস ও স্বার্থের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল। তারপর আঞ্চলিক শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করতে কারও সঙ্গে সন্ধি করেন, কাউকে অস্ত্রবলে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন। সার্বিক সক্ষমতা অর্জনের পর জেরুসালেম উদ্ধারে তিনি অভিযান পরিচালনা করেন। এই সফলতা তাঁকে ইতিহাসের কিংবদন্তিতে পরিণত করে।

সুলতান সালাহুদ্দিনের জীবনেতিহাস আলোচনায় অতি প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে নানান বিষয়। লেখক নিপুণভাবে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তুলে ধরেছেন ক্রুসেডের সূচনা, বিজয় ও রণকৌশল। জেরুসালেম দখল, মুসলিমদের ওপর ক্রুসেডারদের নৃশংসতা; পোপদের মিথ্যাচার, ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা, বর্তমান ইউরোপের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে মুসলিমদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন। আরও আলোচনা করেছেন আইয়ুবি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তাঁর শাসননীতি; কীভাবে জেরুসালেম এবং মুসলিমদের দখলিকৃত অন্যান্য ভূমি পুনরুদ্ধারে সালাহুদ্দিন সফল হয়েছেন; কীভাবে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন আলিম, ফকিহ, বিচারক ও কবি-সাহিত্যিকগণ।

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি হঠাৎই তৈরি হয়ে যায়নি; আর ঝড়ের বেগে এসেই তিনি বায়তুল মাকদিস বিজয় করে নিতে পারেননি; এর পেছনে আছে অনেক মহান ব্যক্তির অবদান; দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা ও রক্তঝরা শ্রম। বিশেষত তাঁর জিহাদি জীবন গড়তে অবদান রেখেছিলেন সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি, কাজি ফাজিল, ইমাদুদ্দিন ইসফাহানি, ইসা আল হাক্কারি প্রমুখ। তাঁদের ব্যাপারেও লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিনকে কেন্দ্র করে সে সময়কার সবকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন, যা একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তৃপ্ত করবে।

মূল বইটি আরবি ভাষায় রচিত; *সালাহুদ্দিন আল আইয়ুবি ওয়া জুহুদুহু আলাদ দাওলাতিল ফাতিমিয়া ওয়া তাহরিরি বাইতিল মাকদিস* নামে আরববিশ্বে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর কয়েকটি সংস্করণও রয়েছে। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করে প্রকাশ-উপযোগী করতে আমাদের দুবছরের অধিক সময় ব্যয় হয়েছে। অনুবাদ

থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত নানা ধাপে আমরা কাজটি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, বিজ্ঞ পাঠক ইতিমধ্যে আমাদের অনুবাদের ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে উঠেছেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা শায়খ সাল্লাবির প্রদানকৃত ফাইল থেকে অনুবাদ করেছি। আর সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশনীর সংস্করণ ও ইংরেজি ভার্সনকে সামনে রেখেছি। বইটির কিছু অংশ ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা; কিন্তু আরবির সঙ্গে বারংবার মিলিয়ে সম্পাদনা করে আরবির আবেদনকে যথাযথ রাখতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিছু কবিতা বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছেড়ে দিয়েছি, যদিও এর পরিমাণ সামান্যই। পরস্পর একই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত একাধিক টীকা থেকে শেষের টীকা রাখা হয়েছে; তবে পাঠ-সুবিধার্তে অতি প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠক, আমরা নিরলস চেষ্টা করেছি—মানসম্মত অনুবাদ, গ্রহণযোগ্য ভাষামান, শুদ্ধ বানান, স্থান ও ব্যক্তিদের নামের বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে। সাধ্যের সবটুকু ঢেলে মনোযোগী ছিলাম যাতে শায়খ সাল্লাবির উদ্দিষ্ট বিষয়টি তুলে ধরতে পারি এবং অনুবাদও মূল থেকে বিচ্যুত না হয়। এ জন্য বার বার মূলের সঙ্গে মেলানো, ভাষা-বানান পরিমার্জন করা, বার বার প্রুফ দেখার মতো কঠিন ধৈর্যের কাজটুকু আমরা করে গিয়েছি। এই কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন কালান্তর প্রকাশনীর অনুবাদ ও সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত বিদগ্ধ কজন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন ও এর যথাযথ বিনিময় দান করুন। আমরা দাবি করছি না যে, আমাদের কাজ একেবারে নির্ভুল ও খুঁতহীন। নির্ভুল ও পরিপূর্ণতা তো রাসুলগণের গুণ। আর আমাদের ব্যাপারে তো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

> জ্ঞানের অতি সামান্যই তোমাদের দান করা হয়েছে। [সুরা বনি ইসরাইল : ৮৫]

প্রিয় পাঠক, অনুবাদ ও সম্পাদনায় যা কিছু সুন্দর ও পরিমার্জিত মনে হবে, তা সব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। আর ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসংগতির যা-ই গোচরীভূত হবে, সবগুলোর দায় আমাদের। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন; গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত না করুন। এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা কবুল করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন। আমিন।

সম্পাদনা-পরিষদের পক্ষে—

সালমান মোহাম্মদ

২ জিলহজ ১৪৪২—১২ জুলাই ২০২১

উৎসর্গ

সে-সকল মুসলিমের করকমলে,
যারা আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার প্রত্যাশী।
আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা—
তাঁর গুণবাচক নাম ও উন্নত গুণাবলির অসিলায়,
তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেন গ্রন্থটি গ্রহণযোগ্য হয়।

আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না বানায়।' [সুরা কাহাফ : ১১০]

—ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ধারাবিবরণী

মুখবন্ধ ১৫

প্রথম অধ্যায়

আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব ক্রুসেডসমূহ # ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৩৩

এক : বাইজেন্টাইন ৩৩

দুই : স্পেন ৩৫

তিন : ক্রুসেড আন্দোলন ৩৬

চার : ক্রুসেডারদের ঐক্যপ্রচেষ্টা ৩৭

পাঁচ : উপনিবেশবাদ ৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ ৪১

এক : ধর্মীয় কারণ ৪২

দুই : রাজনৈতিক কারণ ৪৬

তিন : সামাজিক কারণ ৪৮

চার : অর্থনৈতিক কারণ ৪৯

পাঁচ : ভূমধ্যসাগরে শক্তির পালাবদল ৫০

ছয় : পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাহায্য কামনা ৫৫

সাত : পোপ দ্বিতীয় আরবানের ব্যক্তিত্ব ও ক্রুসেডে তার পরিকল্পনা ৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম ক্রুসেডের শুরু ৭০

এক : দখলের পর ক্রুসেডারদের কৌশল ৭১

দুই : সেলজুক শাসনামলে প্রতিরোধ ৭৫

তিন : প্রতিরোধ আন্দোলনে কবিদের ভূমিকা ৮১
চার : ইমাদুদ্দিন জিনকির পূর্বে সেলজুকদের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ৮৩
পাঁচ : ইমাদুদ্দিন জিনকির সবচেয়ে বড় অর্জন এডেসা জয় ১৩৩
ছয় : ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজনৈতিক ও সামরিক অর্জন ১৫৩
সাত : দ্বিতীয় ক্রুসেড ১৫৪
আট : দ্বিতীয় ক্রুসেডের ফলাফল ১৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফাতিমি সাম্রাজ্যের সঙ্গে নুরুদ্দিন জিনকির আচরণ ১৬৬

এক : ইসমাইলি শিয়া ও ফাতিমি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ১৬৬
দুই : নুরুদ্দিন জিনকির মিসর অভিযান ১৯৫
তিন : সালাহুদ্দিনের মন্ত্রিত্ব লাভ ও অবদান ২১১
চার : বাইজেন্টাইন ও ক্রুসেডারদের যৌথ-আক্রমণ মোকাবিলা ও দিমইয়াত অবরোধ ২১৬
পাঁচ : ফাতিমি উবায়দি খিলাফতের বিলুপ্তি ২২২
ছয় : ফাতিমি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা রোধ ২২৭
সাত : ফাতিমি মতবাদ ও ঐতিহ্য উৎখাতে সালাহুদ্দিনের পদক্ষেপ ২৩৮
আট : নুরুদ্দিন জিনকির শাসনামলে সালাহুদ্দিনের বিজয়ধারা ২৪৭
নয় : সালাহুদ্দিন ও নুরুদ্দিনের মধ্যে বিরোধের রহস্য ২৪৯
দশ : নুরুদ্দিন মাহমুদের ইনতিকাল ২৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা # ২৫৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পরিবার ও তাঁর বেড়ে ওঠা ২৫৯

এক : সালাহুদ্দিনের বংশধারা ২৫৯
দুই : সালাহুদ্দিনের জন্ম ২৬১
তিন : সালাহুদ্দিনের বেড়ে ওঠা ২৬২
চার : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ২৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সালাহুদ্দিনের চারিত্রিক গুণাবলি ২৬৮

এক : আল্লাহভীরুতা ও ইবাদত ২৬৮

দুই : ন্যায়পরায়ণতা ২৭৫
তিন : সাহসিকতা ২৭৭
চার : উদারতা ২৭৯
পাঁচ : জিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ ২৮২
ছয় : সহনশীলতা ২৮৫
সাত : ব্যক্তিত্বের উপকরণ ধারণ ২৮৮
আট : ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতিদানের আশা ২৯৩
নয় : অঙ্গীকার রক্ষা ২৯৭
দশ : বিনয় ২৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের আকিদা ৩০১

এক : সুন্নি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় আইয়ুবি শাসকরা ৩০২
দুই : শাম ও জাজিরায় আইয়ুবি শাসকদের প্রচেষ্টা ৩০৯
তিন : আইয়ুবি আমলে সুন্নি সংস্কৃতির উপাদানসমূহ ৩১২
চার : সুন্নি আকিদার মূলনীতিসমূহ ৩১৫
পাঁচ : ফিকহ চর্চা ৩১৬
ছয় : আইয়ুবিদের কর্তৃক আব্বাসি খিলাফতের পুনরুজ্জীবন দান ৩১৮
সাত : হজযাত্রার পথ ও হারামাইনের নিরাপত্তায় আইয়ুবি সুলতানগণ ৩১৯
আট : মিসর, শাম ও ইয়ামেনে শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে আইয়ুবি শাসকদের লড়াই ৩২৬
নয় : সুন্নি মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যেসব বিষয় আইয়ুবিদের সাহায্য করেছে ৩২৮
দশ : সালাহুদ্দিনের নির্দেশনাবলিতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ৩৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে আলিম ও ফকিহগণের মর্যাদা ৩৩৩

এক : কাজি আল ফাজিল ৩৩৫
দুই : হাফিজ আস সিলাফি ৩৫৬
তিন : আবু তাহির ইবনু আওফ আল ইসকান্দারি ৩৭৩
চার : আবদুল্লাহ ইবনু আবি আসরুন ৩৭৭
পাঁচ : ফকিহ ইসা হাক্কারি ৩৮৭
ছয় : জায়নুদ্দিন আলি ইবনু নাজা ৩৯১
সাত : ইমাদ আল ইসফাহানি ৩৯৪
আট : আল খাবুশানি ৩৯৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুখবন্ধ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি তাঁর হিদায়াত ও মাগফিরাত। আশ্রয় চাই তাঁর কাছেই আত্মার প্রবঞ্চনা ও মন্দকাজের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না; আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, নেই তাঁর কোনো অংশীদারও। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করে দেবেন, ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপরাশি। আর যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হামদ ও সালাতের পর, হে আল্লাহ, প্রশংসা করছি যতক্ষণ-না তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ। প্রশংসা তোমার, তুমি সন্তুষ্ট হলেও। প্রশংসা করছি তোমার সন্তুষ্টিলাভের পরও।

এটি ইসলামি ইতিহাস সিরিজের একটি গ্রন্থ। ইতিপূর্বে এ সিরিজের নবিযুগ, খিলাফতে রাশিদাযুগ, উমাইয়া সাম্রাজ্য, সেলজুক সাম্রাজ্য, জিনকি স্রাজ্য, মুরাবিত-মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য ও উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনকাল নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু গ্রন্থ হচ্ছে, সিরাতুন নবি, আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব, হাসান ইবনু আলি, মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান, উমর ইবনু আবদুল আজিজ, ফিকহুন নাসর ওয়াত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম, সানুসি আন্দোলনের ফলাফল, সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, শায়খ আবদুল কাদির জিলানি, ইমাম গাজালি, সাহাবিদের মতানৈক্যের বাস্তবতা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাপকাঠিতে খারিজি ও শিয়া মতবাদ, পবিত্র কুরআনের আলোকে মধ্যপন্থা, আল্লাহর গুণ-বিষয়ে মুসলমানদের আকিদা প্রভৃতি।

এরই ধারাবাহিকতায় এই গ্রন্থের নাম রেখেছি *সালাহুদ্দিন আইয়ুবি : ফাতিমি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ও বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধার*। ক্রুসেড সিরিজে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিপূর্বে এ সিরিজের *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস* ও *জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস* প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উত্তম গুণাবলির অসিলায় প্রার্থনা করি, আমাদের এসব প্রচেষ্টা যেন তাঁর সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যম হয়, তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী হয়। তিনি যেন এসব প্রচেষ্টায় গ্রহণযোগ্যতা ও বরকত দান করেন; আর আমাদের দান করেন নিয়তের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা। সর্বোপরি তাওফিক দান করেন ইতিহাস বিশ্বকোষটি পূর্ণতায় পৌঁছানোর।

এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে ক্রুসেডার, ফাতিমি-শিয়া ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের গৃহীত রণকৌশল ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেকার ক্রুসেডের ইতিহাস। আলোচনা এসেছে ক্রুসেডের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে। যেমন : মুসলিম সাম্রাজ্যে বাইজেন্টাইন ও মুসলিমবাহিনীর যুদ্ধ, আন্দালুসিয়ায় মুসলিম স্পেন, পোপ দ্বিতীয় আরবান পরিচালিত ক্রুসেডের গতি-প্রকৃতি, মুসলিমবিশ্বকে অবরুদ্ধ করে ফেলার অপতৎপরতা, উসমানিদের প্রতিরোধসহ আধুনিক উপনিবেশবাদ।

ক্রুসেডের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে আমি যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, ভূমধ্যসাগরে সিসিলি-আন্দালুস ও আফ্রিকার শক্তির পটপরিবর্তন, পোপ সমীপে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সামরিক সহযোগিতাপ্রার্থনা, পোপ দ্বিতীয় আরবানের ব্যক্তিত্ব, ক্রুসেডের ব্যাপারে তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, ব্যাপক প্রচারণা ও সাংগঠনিক বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি।

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৩

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-১

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

শেষ খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৩

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-১

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

শেষ খণ্ড

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

মাহদি হাসান

শাহেদ হাসান

সম্পাদনা-পরিষদ

সালমান মোহাম্মদ, ইলিয়াস মশহুদ

ফাহাদ আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ আরাফাত

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০২২
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫৫০, US $ 20, UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-8-1

Sultan Salahuddin Aiyubi[2nd]
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

ধারাবিবরণী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক সংস্কার ও ব্যয়খাত ৯

এক : কৃষিকাজ ও ব্যবসায় গুরুত্বারোপ ৯

দুই : শিল্পকারখানার প্রতি গুরুত্বারোপ ১১

তিন : অবৈধ কর রহিতকরণ ও শরিয়া আয় গ্রহণ ১৪

চার : সালাহুদ্দিনের শাসনামলে নির্মিত হাসপাতালসমূহ ১৬

পাঁচ : সালাহুদ্দিনের আমলে নির্মিত সুফি খানকাসমূহ ১৯

ছয় : সামাজিক সংস্কার ২৪

সাত : নির্মাণ-সংস্কার ২৭

আট : প্রশাসনিক সংস্কার ২৯

নয়. বাহাউদ্দিন কারাকুশ : আইয়ুবিদের অন্যতম প্রশাসনিক ব্যক্তি ৩১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলে সামরিক নীতিমালা ৩৮

এক : সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলে জায়গিরপ্রথার উন্নয়ন ৩৯

দুই : সালাহুদ্দিনের সামরিক মন্ত্রণালয় ৪২

তিন : সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম বা পোশাক ৪৩

চার : খাদ্য সরবরাহ ৪৪

পাঁচ : সামরিক উপাদান ৪৫

ছয় : আইয়ুবিবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ৫০

সাত : সেনাবাহিনী সম্পৃক্ত দল-উপদল ৫১

আট : বার্তা ও গোয়েন্দাবিভাগ ৫৭

নয় : যুদ্ধ, সন্ধি ও বন্দিবিষয়ক বিভাগ ৬৫

দশ : আইয়ুবিবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ৭৭

এগারো : আইয়ুবি নৌবাহিনী ৭৮
বারো : সালাহুদ্দিনের নৌবাহিনীতে মরক্কোবাসীর ভূমিকা ৯০

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সালাহুদ্দিনের প্রচেষ্টা ৯৩
এক : দামেশক অন্তর্ভুক্তকরণ ১০২
দুই : হালাব অন্তর্ভুক্তকরণ ১৩৪
তিন : মসুলের তৃতীয় অবরোধ এবং সালাহুদ্দিনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ১৪১
চার : সুলতান সালাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে শিয়া ইসমাইলিদের ষড়যন্ত্র ১৪৩
পাঁচ : রোমের সেলজুকদের সঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৫০
ছয় : আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৫৩
সাত : বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৬০
আট : হিত্তিনযুদ্ধের পূর্বে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৬৩
নয়. নুরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু ও হিত্তিনযুদ্ধে লব্ধ শিক্ষা ও উপদেশ ১৭৮

তৃতীয় অধ্যায়
হিত্তিনের যুদ্ধ, জেরুসালেম বিজয় ও ক্রুসেড আক্রমণ # ২১০

প্রথম পরিচ্ছেদ
হিত্তিনের যুদ্ধ ২১১
এক : হিত্তিনযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ২১২
দুই : যুদ্ধের ঘটনা ২২৩
তিন : হিত্তিনযুদ্ধে বিজয়ের কারণসমূহ ২২৮
চার : হিত্তিনযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ২৫১
পাঁচ : হিত্তিনযুদ্ধের ফলাফল ২৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জেরুসালেম বিজয় ২৬০
এক : বায়তুল মাকদিস অভ্যন্তরে ক্রুসেডারদের প্রস্তুতি ২৬০
দুই : সালাহুদ্দিনের সমরপরিকল্পনা ২৬১
তিন : বায়তুল মাকদিসে সালাহুদ্দিনের প্রবেশ ২৬৮
চার : জেরুসালেমে প্রথম জুমুআর সালাত ২৭৫
পাঁচ : বায়তুল মাকদিসে নুরুদ্দিনের মিম্বার ২৮৪

ছয় : বায়তুল মাকদিসে সালাহুদ্দিনের সংস্কার-কার্যক্রম ২৮৫
সাত : মুসলিমবিশ্বে সুসংবাদ এবং প্রতিনিধিদল প্রেরণ ২৮৭
আট : সালাহুদ্দিনের সঙ্গে আব্বাসি খলিফার বিরোধ ২৮৯
নয় : সালাহুদ্দিনের অভিযানে আলিমদের উপস্থিতি ২৮৯
দশ : বায়তুল মাকদিস বিজয়ে কবিদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ২৯২
এগারো : সুর অবরোধ ২৯৩
বারো : বিজয়ধারার পূর্ণতা ২৯৬
তেরো : 'ইবাদত ও জিহাদের জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে' ২৯৮
চৌদ্দ : উসামা ইবনু মুনকিজের মৃত্যু ২৯৯
পনেরো : গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা ৩০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় ক্রুসেড ও সালাহুদ্দিনের ইনতিকাল ৩১০

এক : পশ্চিমাবিশ্বের কাছে ক্রুসেডারদের সাহায্য প্রার্থনা ৩১০
দুই : প্রাচ্য অভিমুখে জার্মান সম্রাট ৩১৩
তিন : জার্মানদের আক্রমণ ও সালাহুদ্দিনের প্রতিক্রিয়া ৩১৮
চার : ক্রুসেডারদের আক্কা অবরোধ ৩১৯
পাঁচ : আক্কার পতন ৩৪৯
ছয় : যেসব কারণে আক্কার পতন ঘটে ৩৫৫
সাত : আরসুফের যুদ্ধ ৩৫৮
আট : আসকালান ধ্বংস করা ৩৬০
নয় : জেরুসালেমের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারকরণ ৩৬৩
দশ : আল আদিল ও রিচার্ডের মধ্যে আলোচনা ৩৬৫
এগারো : যুদ্ধক্ষেত্রে সালাহুদ্দিনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ৩৬৭
বারো : জেরুসালেমের সুরক্ষায় সালাহুদ্দিনের প্রস্তুতি ৩৬৮
তেরো : ইয়াফার যুদ্ধ ৩৭১
চৌদ্দ : সন্ধিস্থাপন ও রামলার চুক্তি ৩৭৩
পনেরো : সালাহুদ্দিনের অসুস্থতা ও ইনতিকাল (৫৮৯ হিজরি) ৩৯০

বইয়ের সারসংক্ষেপ ৪০২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক সংস্কার ও ব্যয়খাত

সুলতান সালাহুদ্দিনের আমলে সাম্রাজ্য স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনধারায় অতিবাহিত হচ্ছিল। এর কারণ ছিল জীবিকার উৎসের প্রাচুর্য। সে সময় সাম্রাজ্যের আয়ের অগণিত উৎস ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উৎস এই শিরোনামে উল্লেখ করছি :

- মিসর তাঁর অধীন হওয়ার পর ফাতিমিদের অঢেল ধনসম্পদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ।
- অমুসলিমদের থেকে প্রাপ্ত জিজয়া।
- বন্দিদের থেকে প্রাপ্ত মুক্তিপণ।
- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গনিমত।
- সন্ধির মাধ্যমে বিজিত ভূমির মালিকদের থেকে গৃহীত ভূমিকর।

এ ছাড়া শরিয়তসম্মত আয়ের আরও অনেক উৎস ছিল। সুলতান অনর্থক ব্যয়প্রবণ কোনো শাসক ছিলেন না। তিনি অপ্রয়োজনে এবং অপাত্রে কোনো সম্পদ খরচ করতেন না। একমাত্র আল্লাহর পথেই খরচ করতেন। এই সম্পদ তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার এবং জনগণ ও সাম্রাজ্যের প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

এক. কৃষিকাজ ও ব্যবসায় গুরুত্বারোপ

যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে সুলতান কৃষিখাত এবং সেচপ্রকল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, যাতে জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ এবং সব ধরনের ফসল উৎপন্ন করা যায়। উৎপন্ন ফসল-বিনিময়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সেনাদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী এবং সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে মিসর ও শাম পরস্পরকে সাহায্য করে আগ্রাসী ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুই অঞ্চল মুসলিম সেনাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও উপকরণ সরবরাহ করে সর্বাত্মক সাহায্য করে। সুলতান

ব্যবসায়িক খাতের প্রতিও ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর সময়ে মিসর হয়ে ওঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগস্থল। এই ব্যবসার কারণে ইউরোপীয় অনেক শহর লাভবান হয়। যেমন : ইতালির ভেনিস ও পিসা (Pisa)-এর মতো শহর ফুলেফেঁপে ওঠে। পরবর্তী সময়ে ভেনিসের বণিকদের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় 'সুক আল আইক' নামে একটা বাজার প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। সুলতান সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাজার ও মার্কেট নির্মাণেও গুরুত্ব দেন। মিসর ও শামে বাজারের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এগুলোর সংস্কার ও সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দেন।

বিখ্যাত পর্যটক ইবনু জুবায়ের ৫৭৮ হিজরিতে সালাহুদ্দিনের আমলের কিছু বাজার পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বাজারব্যবস্থাপনার প্রতি তাঁর মুগ্ধতা লিপিবদ্ধ করেন। হালাব শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'শহরটা বৃহৎ এবং তার গঠনপ্রক্রিয়া চমৎকার। দেখতে দারুণ। এর বাজার বিশাল, দীর্ঘ এবং সুশৃঙ্খল। বাজারের এক দিক থেকে আরেক দিকে অনায়াসেই যাওয়া যায়। পুরো বাজারটাই এভাবে সারিবদ্ধ করে সাজানো। মার্কেটের ছাদ কাঠের তৈরি, ফলে সেখানকার অধিবাসীরা ছায়ার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করতে পারে। বাজারের প্রতিটি দোকান চিত্তাকর্ষক এবং পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। অধিকাংশ দোকান কাঠের মাধ্যমে চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে।'[১]

নাসির খসরু তাঁর বিখ্যাত *সফরনামা* গ্রন্থে সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলের শামের তারাবুলুসের[২] কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এটা বেশ সুন্দর শহর। এর আশেপাশে রয়েছে ফসলের খেত ও বাগান। তাতে আছে প্রচুর আখ, নারিকেল, কলা, লেবুগাছ এবং পাঁচ-ছয়তলা-বিশিষ্ট সরাইখানা। সেখানকার বাজার ও সড়কগুলো পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। মনে হয় প্রতিটা বাজারই যেন একটা সুদৃশ্য-সুসজ্জিত প্রাসাদ। শহরের ঠিক মধ্যখানে আছে একটি বড় জামে মসজিদ; এর পরিবেশও পরিচ্ছন্ন। কারুকার্যের দিক দিয়ে মুগ্ধকর এবং সুরক্ষিত গঠনের। এর প্রাঙ্গণে রয়েছে বিশাল একটি গম্বুজ। গম্বুজের নিচে রয়েছে মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত পানির হাউজ। এর মাঝে রয়েছে তামার ফোয়ারা। বাজারে রয়েছে পাঁচটি কলবিশিষ্ট পানির ঝরনা, যা থেকে অনেক পানি প্রবাহিত হয়; শহরের লোকজন সেখান থেকে পানির প্রয়োজন পূরণ করে।'[৩]

---

[১] *সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবি*, আবদুল্লাহ উলওয়ান : ১৭৫, ১৭৬।

[২] তারাবুলুসুশ শাম : তারাবুলুস বা ত্রিপোলি মূলত লেবাননের একটা শহর। লিবিয়াতেও একই নামে একটি শহর আছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্যের জন্য লেবাননের তারাবুলুসকে 'তারাবুলুসুশ শাম' বা 'তারাবুলুসুশ শারক' বলা হয়; আর লিবিয়ার তারাবুলুসকে 'তারাবুলুসুল গারব' বলা হয়।—সম্পাদক।

[৩] *সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবি* : ১৭৭।

দুই. শিল্পকারখানার প্রতি গুরুত্বারোপ

সুলতান সালাহুদ্দিন অস্ত্র, বস্ত্র, সুতো, সূচিকর্ম (এমব্রয়ডারি) সজ্জিত কাপড়, উৎকৃষ্ট মানের ঘোড়ার লাগাম এবং কাচ ইত্যাদি উৎপন্নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর আমলে মৃৎশিল্প, জাহাজ ও নৌযান নির্মাণশিল্প ইত্যাদি ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম হয় এবং উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যায়। সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তাও বৃদ্ধি পায়। আইয়ুবি শাসনামলের বিভিন্ন পেশা এবং শিল্পের অধিকাংশ লোকই তাদের পৈতৃক পেশার প্রতি আস্থাবান ছিল। শ্রমিক ও কারিগররা পূর্বেকার আমলের উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসরণ করত।

তখনকার কারিগররা ছিল একটা সংঘের আওতাভুক্ত, যে সংঘ তাদের অধিকার রক্ষা করত এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করত। এই সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও ঐতিহ্য ছিল। প্রত্যেকেই সংস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও তাদের নিয়মনীতি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হতো। এই সংস্থার বিশেষ নীতি ছিল তাদের শিল্প ও পেশার গোপনীয়তা বজায় রাখা; সংস্থার সদস্য ও তাদের পরিবারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা। তাদের এই নীতির কারণে একই পরিবারের লোকদের পর্যায়ক্রমে একই পেশা অব্যাহত রাখার রহস্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। অপরিচিত কোনো লোকের জন্য তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।[৪]

আইয়ুবি শাসনামলের বিখ্যাত কিছু শিল্পকেন্দ্রের তালিকা

১. কায়রো

কায়রো শহরকে সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং মিসরের সাধারণ অধিবাসীদের আবাস বানানোর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়নি; বরং শহরটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল খলিফা, তাঁদের পরিবার, সামরিকবাহিনী এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য একটি বিশেষ আবাসস্থল গড়ে তোলা। এটি ফুসতাত (Fusṭat) শহর থেকে দূরে হবে এবং আয়তনেও প্রশস্ত হবে। এক শতাব্দী বা এর সামান্য কিছু পরেই কায়রো একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবসতির শহরে পরিণত হয়ে যায়। এরপর দ্রুতই সেখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণ সামাজিক অবকাঠামো। কায়রোর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে শৈল্পিক বিপ্লব। বিভিন্ন পেশা ও শিল্পের লোকজন পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে পড়ে। আইয়ুবি শাসনামলে যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।[৫] একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সুলতান সালাহুদ্দিনের

[৪] *আল-ফুনুনুল ইসলামিয়াতু লি-আসরিল আইয়ুবি* : ১/৫৪, ৫৫।

[৫] প্রাগুক্ত : ২/১৩৯।

শাসনামলেই কায়রোর বাজারগুলো জমজমাট হয়ে ওঠে। এ সময় শহরটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিপ্লবের সাক্ষী হয়। ফলে বাজারগুলোর অধিক চাহিদা তৈরি হয়। এসব উন্নয়নের কারণে তখন নগরীর বাজারগুলোতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে।

এই পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষণীয় ছিল বাজারগুলোতে বিশেষীকরণের বিকাশ। অর্থাৎ, বিভিন্ন শ্রেণির পণ্যের জন্য বিশেষায়িত বাজার ছিল। এটি ছিল সুলতান সালাহুদ্দিনের আমল থেকে প্রচলিত অভূতপূর্ব এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আইয়ুবি শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত প্রধান প্রধান বাজারগুলোর অধিকাংশই যেকোনো এক ধরনের পণ্য বেচাকেনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল; আগে এমন প্রচলন ছিল না। যেমন : এসব বাজারের কোনোটিতে শুধু তাঁতে বোনা কাপড়-বিছানা ইত্যাদি বেচাকেনা হতো। এভাবে সালাহুদ্দিনের আমলে প্রতিষ্ঠিত বিশাল 'আল-জামালুন' বাজারে শুধু রেশমি কাপড় বিক্রি হতো। কোনো কোনো বাজার বিয়ের পাত্রীর পোশাক ও অলংকার বিক্রয়ের জন্য বিশেষায়িত ছিল। এভাবে দুই প্রাসাদের মধ্যে একটি বাজার নির্মাণ করা হয়েছিল—অস্ত্রশস্ত্র, তির-ধনুক ইত্যাদি সামরিক উপকরণ বেচাকেনার জন্য। শারাবিশিয়িন ও খাওয়ায়িসিয়িন বাজারের মতো আরও অনেক বাজার ছিল, যেখানে সামরিক পোশাক ও বর্ম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হতো। পাশাপাশি রাজকীয় পোশাকাদিও সেখানে পাওয়া যেত, যেগুলো সুলতান, আমির, উজির ও বিচারকগণ পরতেন।

এই সময়ে ফুসতাত থেকে কিছু বাজার এবং কারখানা কায়রোতে স্থানান্তর করা হয়। সালাহুদ্দিনের যুগে সর্বসাধারণকে কায়রোতে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার কারণে এমন স্থানান্তর খুবই স্বাভাবিক ছিল। এর ফলে অনেক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রাষ্ট্রকর্তাদের কাছাকাছি থেকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রাণবন্তভাবে করে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফাতিমি আমলের শিল্পরীতি বাতিল করার ফলে এ সুযোগ তৈরি হয়। বিরাটসংখ্যক শ্রমিক ও কারিগর কাজের জন্য কায়রোর বিভিন্ন বাজারে চলে আসে। নিঃসন্দেহে কায়রোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটি অবদান রেখেছিল। এসব কারণে সালাহুদ্দিনের শাসনামলে সাম্রাজ্য অর্থনীতি ও শিল্পের দিক দিয়ে প্রাচুর্যময় হয়ে ওঠে।[৯]

২. ফুসতাত

খলিফা আজিদের উজির শাওয়ার ৫৬৪ হিজরিতে ফুসতাতে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তাতে ফুসতাত শহর প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়; আইয়ুবিদের রক্ষা প্রচেষ্টার কারণে কিছুটা টিকে থাকে। আসাদুদ্দিন শিরকুহ ফাতিমি খিলাফতের উজিরের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ফুসতাত শহর পুনর্নির্মাণের প্রতি আগ্রহী হন। এরপর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিন

[৯] *উমরানুল কাহিরা ওয়া খুতাতুহা ফি আহদি সালাহিদ্দিন* : ২২৭-২৩৩।

আইয়ুবি এ ধারা অব্যাহত রাখেন। তিনি ফুসতাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সেখানকার জামে মসজিদ এবং প্রধান প্রধান স্থাপনার সংস্কার করেন; মাদরাসা নির্মাণ করেন। শহরের একটি প্রাচীর তিনি কায়রোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন, ফলে উভয় শহরের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। সংস্কারের ধারাবাহিকতায় ফুসতাতে ভবন, বাজার ও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়; ফলে ধীরে ধীরে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে।

সালাহুদ্দিনের সময় থেকে ফুসতাত পুনর্নির্মাণের কাজ ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। সেখানে বিভিন্ন স্থাপনা, মার্কেট ও শিল্পকারখানা নির্মাণ শুরু হয়।[৭] সেখানকার কারখানাগুলোকে বলা হতো 'আল-মাসাবিক'। যেমন বলা হতো, 'মাসাবিকুন নুহাস' তথা 'তামার কারখানা'। 'মাসাবিকুল ফুলাজ' তথা 'স্টিলের কারখানা' ইত্যাদি। ফুসতাতে প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলো একইসঙ্গে কাঁচামাল ও ধাতব বস্তু সরবরাহ করত; মিসরের কারিগররা বিভিন্ন কাজে কারখানাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করত। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরিতে সেগুলোর প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য।[৮]

৩. তিন্নিস (Tennis)[৯]

তিন্নিস শহরকে আইয়ুবি শাসনামলে বস্ত্র-উৎপাদন শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেক ইতিহাসবিদ ও পরিব্রাজক সেখানকার পোশাকশিল্পের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। কারণ, তিন্নিসে যে ধরনের পোশাক তৈরি হতো, তা অন্যত্র পাওয়া যেত না। তিন্নিস শহরটি আল মালিকুল কামিল মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ুবের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এর লোকেরা উৎপাদন ও বিপণনে সক্রিয় ছিল। আল মালিকুল কামিল ৬২৪ হিজরি—১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে শহরটির প্রাচীর ও বাড়িঘর ধ্বংস করে দেন।[১০]

৪. অন্যান্য শহর

অন্য যেসব শহর আইয়ুবি শাসনামলে শিল্পকেন্দ্র হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিল, তন্মধ্যে দিমইয়াত (Damietta), আখমিম (Akhmim), আলেকজান্দ্রিয়া, জাজিরাতুর রাওজা (Roda Island), দামেশক, হালাব[১১] প্রভৃতি শহর ছিল উল্লেখযোগ্য।

---

[৭] প্রাগুক্ত : ২৪৯-২৫২।

[৮] *আল-ফুনুনুল ইসলামিয়াতু লি-আসরিল আইয়ুবি* : ২/১৪৩।

[৯] বর্তমান মিসরের দক্ষিণ পশ্চিমের 'বুরসায়িদ বা পোর্ট সায়িদ' জেলার অন্তর্গত একটা দ্বীপ। 'পোর্ট সায়িদ' শহর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। —অনুবাদক।

[১০] *আল-ফুনুনুল ইসলামিয়াতু লি-আসরিল আইয়ুবি* : ২/১৪৫, ১৪৬।

[১১] প্রাগুক্ত : ২/১৪৬-১৪৮।

তিন. অবৈধ কর রহিতকরণ ও শরিয়া আয় গ্রহণ

সুলতান সালাহুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর অর্থভান্ডারে ৪৭টি রৌপ্য ও মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি; এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, তাঁর সাম্রাজ্যের আয়ের উৎস যেমন ছিল বিশাল, সাম্রাজ্যের সামরিক ও যুদ্ধখাতে ব্যয়ও ছিল তেমন। নতুন কোনো ভূখণ্ড অধীন হলে সাম্রাজ্যের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পেত। তবে সেই ভূখণ্ডের ওপর খরচ হতো আয়ের তুলনায় অধিক। সুলতান সালাহুদ্দিন সব সময় দুটি নীতি মেনে চলেছেন :

১. তাঁর বিজিত সব ভূখণ্ড থেকে শরিয়া-বহির্ভূত কর ও ট্যাক্স প্রত্যাহার করেন।

২. শরয়ি আয়ের উৎস; যেমন : জাকাত, জিজয়া, খারাজ, যুদ্ধলব্ধ গনিমত এবং ব্যবসার ১০ ভাগের এক ভাগের ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

মিসর থেকে লব্ধ আয়ই ছিল তাঁর প্রধান উৎস। কারণ, তিনি মিসরকেই তাঁর রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করতেন। মরক্কোর হাজিদের থেকে হজের করও রহিত করেন। ইয়ামেনের ব্যবসায়ীদের ওপর আরোপিত করও রহিত করেন। এভাবে দামেশক, হালাব, সানজার ও রাক্কা প্রভৃতি শহর বিজিত হলে সেখানেও একইভাবে কর রহিত করেন। রাক্কার কর রহিতকরণের ফরমানে তাঁর অর্থনৈতিক নীতি প্রকাশ পায়। তিনি বলেন,

> *নিশ্চয় সর্বনিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে যে জনগণের অর্থ দিয়ে পকেট পূর্ণ করে এবং জনগণের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করাকে সঠিক মনে করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করবে, তাকে এর যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে; আর যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) প্রদান করবে, আল্লাহ পূর্ণরূপে তা পরিশোধ করবেন। রাক্কা বিজয় শেষে আমরা সেখানে সম্পদের অবৈধ ব্যবহার এবং অত্যাচার দেখতে পেলাম, যা বন্ধ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন; আমরা তখন নিজেদের ওপর এবং আমাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রশাসকদের ওপর এসব কর রহিত করা আবশ্যক করে নিলাম। আমরা নির্দেশ দিয়েছি, যেন অন্যায়ভাবে কর আদায়ের সব দরজা বন্ধ করা হয়; মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র থেকে যেন এসব করের রেকর্ড মুছে ফেলা হয়। ধনী-দরিদ্র সবাই সারা জীবনের জন্য এই কর থেকে মুক্ত থাকবে।*[১২]

এভাবে তিনি আস-সালত্ (Al Salt), বালকা (Balqa), আউফ পর্বতমালা, সাওয়াদ, জাওয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রুসেডারদের আরোপিত কর রহিত করেন। এসব অঞ্চল থেকে আদায়কৃত করের অর্ধেক ফরাসিরা ভোগ করত। সুলতান সালাহুদ্দিন জাকাতের ফরজ বিধান পুনর্বহাল করেন, যা ফাতিমিরা রহিত করেছিল। অবৈধ করের বিকল্প

[১২] *সালাহুদ্দিন আল-ফারিসুল মুজাহিদ ওয়াল মালিকুজ জাহিদ* : ৩৮৮।

হিসেবে তিনি জাকাতকে ফিরিয়ে আনেন, যা ছিল সুন্নি মাজহাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন। তিনি জাকাত সংগ্রহে গুরুত্বারোপ করেন। এই কাজের জন্য আলাদা বিভাগও চালু করেন। যদিও সংগৃহীত জাকাতের পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। সোনা, রুপা, ব্যবসায়িক পণ্য, অস্থাবর সম্পত্তি ও কৃষিজাত ফসল থেকে জাকাত গ্রহণ করা হতো। তবে তিল, তিসি, জায়তুন ও শাকসবজি প্রভৃতি খাদ্য থেকে জাকাত গ্রহণ করা হতো না।[১৩]

এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময় এবং নীতিমালা অনুযায়ী মিসরে খারাজ গ্রহণ করা হতো। ৫৬৭ হিজরিতে খারাজ গ্রহণের সময়কে কিবতি সৌর ক্যালেন্ডার[১৪] থেকে হিজরি ক্যালেন্ডারে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, কিবতি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফসল উৎপন্ন হওয়ার আগেই খারাজ গ্রহণের সময় এসে যেত। এ জন্য তিনি তা পরিবর্তন করে দেন। এভাবে শাম ও জাজিরায় ভূমির আয়তন অনুপাতে একর হিসেবে খারাজ গ্রহণ করা হতো। গম ও জবের খারাজ ছিল প্রতি একরে আড়াই আরদাব[১৫]। কর সংগ্রহ করে সুলতানের দপ্তরে জমা করা হতো। ছোলা, সিম প্রভৃতি ফসলেও অনুরূপ খারাজ আরোপিত ছিল। আঙুরসহ আরও কিছু ফলে নগদ অর্থের খারাজ আরোপিত ছিল। একরপ্রতি এক থেকে পাঁচ দিনার নির্ধারণ করা হতো। চাষাবাদের তৃতীয় বছরে এ খারাজ তিন দিনারের বেশি হতো না।

জিম্মিরা[১৬] জিজয়া প্রদান করত। তবে তাদের শিশু, নারী ও ধর্মযাজকদের জিজয়া ক্ষমা করে দেওয়া হতো। এটিকে 'জারবিয়্যাতুল জাওয়ালিন (অভিবাসী কর)' হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যক্তি অনুপাতে এক থেকে সাড়ে চার দিনারের মধ্যেই নির্ধারিত হতো। এর পাশাপাশি প্রতি বছর সবাইকে আড়াই দিরহাম করে পরিশোধ করতে হতো। যেহেতু কাঠ এবং ধাতব বস্তু অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, তাই সালাহুদ্দিন এগুলোর সাধারণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের জন্য এগুলো জমা করে রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কেননা, তিনি তখন ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যারা এগুলো নিয়ে পালানোর দুঃসাহস করত, তাদের কঠোর শাস্তি দিতেন। সাম্রাজ্যের আয়ের সিংহভাগই ব্যয় করা হতো যুদ্ধে বা কেল্লা, প্রাচীর, মাদরাসা, মসজিদ, সড়ক, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণে এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি পরিশোধে।[১৭]

---

[১৫] *সালাহুদ্দিন আল-ফারিসুল মুজাহিদ ওয়াল মালিকুজ জাহিদ :* ৩৮৮।

[১৪] কিবতি ক্যালেন্ডার : একে আরবিতে বলা হয়, 'আত-তাকবিমুল কিবতি' বা 'আত-তাকবিমুস সিকান্দারি'। আর ইংরেজিতে বলা হয়, Coptic Calendar। এটি প্রাচীনকালে মিসরের অর্থোডক্সদের মধ্যে প্রচলিত ক্যালেন্ডার। —সম্পাদক।

[১৫] আরদাব হচ্ছে ইসলামি যুগে প্রচলিত মিসরের একটি মাপের হিসাব; এক আরদাব সমান ২৪ সা'। — সম্পাদক।

[১৬] মুসলিম অঞ্চলে বসবাসকারী বিধর্মীদের জিম্মি বলা হয়।

[১৭] *সালাহুদ্দিন আল-ফারিসুল মুজাহিদ ওয়াল মালিকুজ জাহিদ :* ৩৮৯।

চার. সালাহুদ্দিনের শাসনামলে নির্মিত হাসপাতালসমূহ

সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলে চিকিৎসাবিদ্যার আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না; এই বিশেষ বিদ্যা হাসপাতালেই শিক্ষা দেওয়া হতো। স্বাস্থ্যবিষয়ক কোনো আলোচনা উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীরা রোগীদের কাছে যেত; সেখানে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাপদ্ধতি সরাসরি আয়ত্ত করে নিত।[৮৮] সুলতান সালাহুদ্দিন তাঁর শাসনামলে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন :

১. কায়রোর নাসিরি হাসপাতাল

কায়রোতে তিনি নাসিরি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্রাজ্যের বিশাল একটা প্রাসাদকে হাসপাতালে রূপান্তর করেন। কোলাহলমুক্ত পরিবেশ হওয়ায় সুলতান সেই প্রাসাদ নির্বাচন করেছিলেন।[৮৯]

ড. আহমাদ ইসা বলেন, 'বিমারিস্তান আন নাসিরি বা সালাহি' অথবা 'বিমারিস্তান সালাহুদ্দিন'; ফাতিমিদের প্রাসাদে একটা বড় সভাকক্ষ ছিল, খলিফা আল আজিজ বিল্লাহ ৩৮৪ হিজরি—৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তা নির্মাণ করে; সালাহুদ্দিন যখন ৫৬৭ হিজরি—১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিসর বিজয় করে ফাতিমিদের প্রাসাদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন, তখন সেই সভাকক্ষকেই তিনি হাসপাতালের জন্য নির্বাচন করেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে এটাই ছিল সর্বপ্রাচীন হাসপাতাল।[৯০] কাজি ফাজিল ৫৭৭ হিজরি—১১৮১ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার-কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, 'সুলতান সালাহুদ্দিন অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য একটা হাসপাতাল নির্মাণের আদেশ দেন এবং তিনি এর জন্য প্রাসাদের একটা স্থান নির্বাচন করেন। ২০০ দিনারের মাসিক খরচের পাশাপাশি ফাইয়ুম (Faiyum) অঞ্চল থেকে উপার্জিত আয়ের কিছু অংশ হাসপাতালের জন্য ধার্য করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসক, চক্ষুবিশেষজ্ঞ, সার্জন, সুপারভাইজার এবং সাধারণ কর্মচারী ও সেবক নিয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে মানুষ বেশ উপকৃত হয়। দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদসমূহের অন্যতম ছিল উন্নতমানের আসবাবপত্রে সুসজ্জিত এই নাসিরি হাসপাতাল। সেখানে একজন রোগীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সেবা দেওয়া হতো।'

বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনু জুবায়ের সালাহুদ্দিন কর্তৃক কায়রোতে নির্মিত হাসপাতালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের দেখা সুলতান সালাহুদ্দিনের অন্যতম কীর্তি হচ্ছে কায়রোতে নির্মিত হাসপাতাল। এটি সৌন্দর্য ও প্রশস্ততার দিক দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর প্রাসাদসমূহের অন্যতম। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের আশায় এ মহৎ

[৮৮] *তারিখুল আইয়ুবিয়িনা ফি মিসরা ওয়া বিলাদিশ শাম* : ২১৪।

[৮৯] *আল-মুসতাশফিয়াতুল ইসলামিয়া*, আবদুল্লাহ আবদুর রাজ্জাক : ২৩৬।

[৯০] *তারিখুল বিমারিস্তান ফিল ইসলাম* : ৭৬, ৭৭।